ইত্তেফাক

তারিখ 16 DEC 2006
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

# শিক্ষকদের রাজনীতি এখন তুঙ্গে

॥ মিজানুর রহমান ॥

আগামী ২৩ ডিসেম্বর অনুষ্ঠেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচনকে ঘিরে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের রাজনীতি এখন তুঙ্গে। বিএনপি ও জামায়াতপন্থী সাদা দল এবং আওয়ামী লীগপন্থী নীল দলই মূলত এ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। জাতীয় রাজনীতি ঘোলাটে হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজনীতি চলছে তার নিজস্ব গতিতে। সাদা ও নীল দল গত সোমবার রাতে পৃথক পৃথক সাধারণ সভা করে তাদের প্যানেল চূড়ান্ত করেছে।

নীল দল ইতিমধ্যে তাদের নির্বাচনপূর্ব প্রথম দফা 'লিফলেট' প্রকাশ করেছে। লিফলেটের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক, শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি এবং বর্তমান প্রেসিডেন্ট ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদকে নিয়ে নানা সমালোচনামূলক বক্তব্য দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক হিসেবে (১৪শ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

(তৃতীয় পৃঃ পর)

অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহমেদের ন্যক্কারজনক কাজ সমগ্র দেশবাসীর সঙ্গে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমন্ডলী, ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকবৃন্দসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে গভীরভাবে লজ্জিত, ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ করেছে তিনি আজ এ বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে একজন আত্মসম্মানহীন, অপাঙক্তেয় ও অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন।'

লিফলেট সম্পর্কে নীল দলের আহবায়ক অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, প্রধান উপদেষ্টা শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে নয়, দেশবাসির কাছে নিগৃহীত ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। তার কর্মকাণ্ডে আমরা খুবই লজ্জিত। তিনি বলেন, সবার দলীয় বিশ্বাস থাকবেই। তারপরও সংবিধানকে সমুন্নত রাখতে হবে।

নীল দলের এ লিফলেট নিয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের এক অধ্যাপক বলেন, নীল দল যে লিফলেট শিক্ষকদের বক্তব্য হতে পারে বলে আমি মনে করি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক হিসেবে আমি এ কারণে মর্মাহত। তিনি বলেন, রাজনৈতিক দলের প্রতি আমাদের সমর্থন থাকবে। তবে দলীয় লেজুগবৃত্তি কাম্য নয়।

সাদা দল সমর্থিত বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডীন অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম বলেন, নীল দলের শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা যাতে অনুষ্ঠিত না হয় সে জন্য হুমকি দিচ্ছেন। আবার তারাই বলছেন কর্তৃপক্ষ বার বার পরীক্ষা স্থগিত করছে। তিনি আরো বলেন, তারা শিক্ষক সমিতির ব্যানারে শিক্ষকদের সংবর্ধনা দিচ্ছেন। আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮ হাজার ছাত্র-ছাত্রী তাদের শিক্ষা জীবনের স্বীকৃতিসরূপ সমাবর্তনের মাধ্যমে সনদপত্র গ্রহণ করবে তাতে বাধার সৃষ্টি করছেন। এদের কথা এবং কাজের মধ্যে কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

নীল দলের লিফলেটের প্রতিবাদে সাদা দলের শিক্ষকরাও লিফলেট তৈরির কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এ জন্য তারা বিভিন্ন সভায়ও মিলিত হচ্ছেন।

শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে সাদা দলের প্রার্থীরা হলেন: সভাপতি পদে কলা অনুষদের ডীন অধ্যাপক ড. সদরুল আমিন, সাধারণ সম্পাদক বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডীন অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, সহ-সভাপতি রোকেয়া হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. তাজমেরী এস এ ইসলাম, যুগ্মসম্পাদক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক গোলাম মোহাম্মদ চৌধুরী, সদস্য অধ্যাপক আবু আহমেদ, অধ্যাপক ইউএবি রাজিয়া আক্তার বানু, অধ্যাপক শামসুদ্দিন আহমেদ, ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম, ড. আবুল বাশার, অধ্যাপক ড. সৈয়দ সালেহীন কাদরী, অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়া, অধ্যাপক শাহজাহান মিয়া, অধ্যাপক ড. তাসলিমা মনসুর। নীল দলের প্রার্থীরা হলেনঃ সভাপতি পদে বর্তমান সভাপতি অধ্যাপক শরিফ উল্লাহ ভূঁইয়া, সাধারণ সম্পাদক পদে জীব বিজ্ঞান অনুষদের ডীন অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন, সহ-সভাপতি অধ্যাপক আ ব ম ফারুক, যুগ্মসম্পাদক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী, সদস্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশিদ, অধ্যাপক আমিনুর রশিদ, অধ্যাপক ড. আখতারুজ্জামান, অধ্যাপক মাফুজুর